রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ : ১৩ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৮ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৫৮-আইন/২০২১।—বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫১নং আইন) এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আদেশ শহিদ, খেতাবপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রেশন আদেশ, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) **'আইন'** অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫১ নং আইন);

(খ) **'পরিবার'** অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা এবং নির্ভরশীল ভাই-বোন;

(গ) **'বীর মুক্তিযোদ্ধা'** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১১) এ সংজ্ঞায়িত বীর মুক্তিযোদ্ধা;

(ঘ) **'মন্ত্রণালয়'** অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঙ) **'সুবিধাভোগী'** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৭) এর—

(অ) উপ-দফা (খ) ও (ঘ) এ বর্ণিত সুবিধাভোগী ব্যক্তিগণ; এবং

মূল্য : টাকা ১২.০০

(আ) উপ-দফা (গ) এ বর্ণিত সুবিধাভোগীগণের মধ্যে বীর শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং তারামন বিবি বীর প্রতীক পরিবার।

৩। **রেশন প্রাপ্তির যোগ্যতা।**—এই আদেশের অধীন কোনো সুবিধাভোগী কর্তৃক রেশন প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত নিম্নবর্ণিত যে কোনো একটি প্রমাণকে বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম থাকিতে হইবে, যথা :—

(ক) শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের (বেসামরিক) নামের তালিকা;

(খ) সশস্ত্র বাহিনীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (সেনা, নৌ ও বিমান);

(গ) শহিদ বিজিবি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;

(ঘ) শহিদ পুলিশ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;

(ঙ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;

(চ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা;

(ছ) যুদ্ধাহত সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা;

(জ) যুদ্ধাহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ);

(ঝ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ); এবং

(ঞ)জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত অন্য কোনো গেজেট।

৪। **রেশন প্রাপ্তির অযোগ্যতা।**—(১) আইনের ধারা ২ এর দফা (১৭) এর উপদফা (ঙ) এর বিধান অনুযায়ী কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা বা যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাহার সুবিধাভোগীগণ বা শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সুবিধাভোগী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী না হইলে এই আদেশের অধীন রেশন প্রাপ্য হইবেন না।

ব্যাখ্যা।—"মুক্তিযুদ্ধের চেতনা" অর্থ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা (১) এর দফা (প) এ সংজ্ঞায়িত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

(২) সুবিধাভোগীর সম্মানি ভাতা ট্রাস্ট কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে স্থগিত করা হইলে, সেই ক্ষেত্রে তাহার রেশন সুবিধাও স্থগিত হইবে।

৫। **রেশন সামগ্রী প্রাপ্যতার হার ও শর্ত।**—(১) প্রত্যেক সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত শর্ত ও হার অনুযায়ী রেশন সামগ্রী প্রাপ্য হইবেন, যথা :—

ক্রমিক	রেশন সামগ্রীর নাম	পরিবারের সদস্য অনুযায়ী মাসিক হার (কেজি/লিটার)			
		১ সদস্য	২ সদস্য	৩ সদস্য	৪ সদস্য
১।	চাল-সিদ্ধ/আতপ	১১	২০	৩০	৩৫
২।	আটা	১২	২০	২৫	৩০
৩।	চিনি	১.৭৫	৩	৪	৫
৪।	ভোজ্য তৈল	২.৫	৪.৫	৬	৮
৫।	ডাল	৩.৫	৫.৫	৭	৮
সর্বমোট		**৩০.৭৫**	**৫৩**	**৭২**	**৮৬**

।

(২) সুবিধাভোগীগণ নিম্নবর্ণিত দিবসসমূহে প্রীতিভোজ উপলক্ষে প্রতিটি দিবসের জন্য ১ (এক) দিনের সমপরিমাণ সাধারণ চালের পরিবর্তে পোলাও এর চাল প্রাপ্য হইবেন, যথা :—

(ক) স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস;

(খ) বিজয় দিবস;

(গ) ঈদ-উল-ফিতর;

(ঘ) ঈদ-উল-আযহা;

(ঙ) শারদীয় দুর্গাপুজা;

(চ) বৌদ্ধ পূর্ণিমা;

(ছ) ক্রিসমাস/বড়দিন;

(জ) পহেলা বৈশাখ; এবং

(ঝ) ৭ মার্চ।

(৩) সুবিধাভোগীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত সংখ্যার বেশি হইলেও সর্বোচ্চ ৪ (চার) সদস্যের জন্য প্রযোজ্য রেশন প্রাপ্য হইবেন।

(৪) স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি ভিন্ন ভিন্ন রেশন সুবিধাসম্বলিত সংস্থায় কর্মরত থাকেন, সে ক্ষেত্রে যে কোনো ১ (এক) জন রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন এবং অপরজন পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৫) অনুচ্ছেদ ৩ এর দফা (ঙ) থেকে (ঝ) এ বর্ণিত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা নিঃসন্তান হইলে এবং হুইল চেয়ারে চলাচলকারী হইলে উক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহায্যকারী হিসাবে ১ (এক) জনের অতিরিক্ত রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(৬) **রেশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন।**—(১) সুবিধাভোগী রেশন প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত 'ফরম' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন দাখিল করিবেন।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হইলে সুবিধাভোগীর পক্ষে মন্ত্রণালয় বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাস্ট কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি রেশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

৭। **আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটি।**—(১) সুবিধাভোগী কর্তৃক রেশন প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাই করিবার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উপজেলা কমিটি এবং মহানগর পর্যায়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মহানগর কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(২) উপজেলা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের উপজেলা কমান্ডের কমান্ডার বা তাহার অবর্তমানে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তালিকা বা গেজেটে প্রকাশিত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত); এবং

(গ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) মহানগর কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের জেলা কমান্ডের কমান্ডার বা তাহার অবর্তমানে অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত তালিকা বা গেজেটে প্রকাশিত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত); এবং

(গ) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৮। **আবেদন যাচাই-বাছাই।**—(১) ট্রাস্ট বা, ক্ষেত্রমত, মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত প্রমাণকে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, অন্যান্য তথ্যাদি, মুক্তিযোদ্ধার ছবি ও আবেদনকারীর যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(২) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার তথ্যাদির (নাম, পিতার নাম, গ্রাম, ডাকঘর, উপজেলা এবং জেলা) সহিত রেশন প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদির সমরূপতার বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(৩) উপজেলা বা জেলার এক বা একাধিক স্থান হইতে রেশনের আবেদন দাখিল এবং উত্তোলন না করিবার বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত বিষয়ে নিশ্চিত হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটি একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া রেশন প্রদানের সুপারিশসহ উহা অনুমোদনের জন্য ট্রাস্টে প্রেরণ করিবে।

(৫) রেশনভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটি বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ১০ এর শর্ত অনুসরণপূর্বক সকল রেশনি (Rationee) এর নাম ও প্রাপ্য রেশনের পরিমাণ চূড়ান্ত করিয়া প্রত্যেক রেশনভোগীকে পৃথক রেশন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৯। **রেশন কার্ড প্রদান, নবায়ন, ইত্যাদি।**—(১) উপজেলা বা মহানগর পর্যায়ের কমিটির নিকট হইতে অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনা করিয়া রেশনির অনুকূলে রেশন প্রাপ্তির হার উল্লেখপূর্বক ট্রাস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষরসহ সিলের মাধ্যমে রেশনকার্ড ইস্যু করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা মহানগর পর্যায়ে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা মহানগর পর্যায়ে জেলা প্রশাসক রেশন কার্ডে প্রতিস্বাক্ষরকরত সংশ্লিষ্ট রেশনির (Rationee) মধ্যে বিতরণ করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী ইস্যুকৃত রেশন কার্ডের মেয়াদ হইবে রেশন কার্ড ইস্যুর তারিখ সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসর শেষ হইবার পরবর্তী এক অর্থবৎসর।

(৪) রেশন কার্ডের মেয়াদ শেষ হইবার পর পরবর্তী অর্থবৎসর ৩১ জুলাই এর মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মহানগর পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নিকট রেশন কার্ড নবায়নের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৫ এবং অনুচ্ছেদ ১০ এর শর্ত অনুসরণ করিয়া রেশন প্রাপ্তির হার উল্লেখপূর্বক পরবর্তী এক অর্থবৎসরের জন্য রেশন কার্ড নবায়ন করিতে হইবে।

(৬) সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে তাহার অনুকূলে ইস্যুকৃত রেশন কার্ড ট্রাস্টে জমা প্রদানপূর্বক নূতন কোনো কার্ডের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং অনুচ্ছেদ ১০ এর শর্ত অনুসরণপূর্বক উক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রেশন প্রাপ্যতার হার উল্লেখপূর্বক রেশন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) অনুচ্ছেদ ১০ এ বর্ণিত সুবিধাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যু হইলে তাহার অনুকূলে ইস্যুকৃত রেশন কার্ডটি ট্রাস্টে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং নূতন রেশন কার্ড ইস্যু করিবার জন্য ট্রাস্টের নিকট আবেদন করা হইলে অনুচ্ছেদ ১০ এর শর্ত অনুসরণপূর্বক তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রেশন প্রাপ্যতার হার উল্লেখপূর্বক রেশন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। **সুবিধাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে রেশন বিতরণ।**—(১) সুবিধাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিলে অনুচ্ছেদ ৫ এর শর্ত পরিপালন সাপেক্ষ বর্ণিত রেশন সুবিধা তাহার পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে বণ্টন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধার একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্ত্রী পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রাপ্য নির্ধারিত রেশন সুবিধা সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(খ) বীর মুক্তিযোদ্ধার একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কোনো স্ত্রী মৃত্যুবরণ করিলে মৃত স্ত্রীর গর্ভে মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ তাহার বা তাহাদের মাতার প্রাপ্য অংশ সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(গ) বীর মুক্তিযোদ্ধার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তাহাদের পক্ষের রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;

(ঘ) মৃত স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত কোনো সন্তান না থাকিলে এক বা একাধিক জীবিত স্ত্রী পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অংশ বা সমহারে রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;

(ঙ) বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা বা মাতার মধ্যে যে কেউ জীবিত থাকিলে মৃত স্ত্রী বা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভে বীর মুক্তিযোদ্ধার ঔরসজাত সন্তান বা সন্তানগণ উক্ত রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না এবং উক্ত পিতা বা মাতা পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে রেশনের সম্পূর্ণ অংশ সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(চ) মৃত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবিত অবস্থায় একাধিকবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে এবং সকল স্বামীর সংসারে তাহার গর্ভজাত সন্তান থাকিলে উক্ত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধার পূর্বের সংসারে বীর মুক্তিযোদ্ধার গর্ভজাত সন্তানগণও একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তাহাদের পক্ষের রেশন সুবিধা পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে সমহারে প্রাপ্য হইবেন;

(ছ) মৃত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধার স্বামী জীবিত থাকিলে এবং এক বা একাধিক তালাকপ্রাপ্ত বা মৃত স্বামীর সংসারে তাহার গর্ভজাত সন্তান বা সন্তানগণ থাকিলে জীবিত স্বামী একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং উক্ত গর্ভজাত সন্তান বা সন্তানগণ পৃথক পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং সকল পক্ষ পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে উক্ত রেশন সুবিধা সমহারে প্রাপ্য হইবেন; এবং

(জ) তালাকপ্রাপ্ত স্বামী রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে পিতা-মাতা সমহারে রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন এবং পিতার অবর্তমানে মাতা বা মাতার অবর্তমানে পিতা রেশন সুবিধার সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্য হইবেন।

(৩) বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে সন্তান রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন এবং সন্তান একাধিক হইলে পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে সমহারে রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী, পিতা-মাতা ও সন্তানের অবর্তমানে সহোদর ভাই-বোন রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন এবং কেবল জীবিত সহোদর ভাই-বোন উক্ত রেশন সুবিধা সমহারে প্রাপ্য হইবেন, তবে কোনো বৈমাত্রেয় ভাই-বোন এই রেশন সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(৫) বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে সুবিধাভোগীগণের সংখ্যা ৪(চার) এর অধিক হইলে যোগ্য সুবিধাভোগীগণের সংখ্যা ৪(চার) হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে এবং উপরিউক্ত উপ-অনুচ্ছেদ (১) থেকে (৪) এ বর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষ ৪(চার) জনের প্রাপ্য রেশন সুবিধা যোগ্য উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।

১১। **রেশন সুবিধা বিতরণ পদ্ধতি।**—(১) রেশনিগণ (Rationee) নিজ নিজ জেলা-উপজেলার পুলিশ রেশন শপ (Ration Shop) হইতে তাহাদের অনুকূলে ইস্যুকৃত রেশন কার্ড প্রদর্শনপূর্বক প্রাধিকার অনুযায়ী রেশন উত্তোলন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিজ এলাকা ভিন্ন অন্য এলাকা থেকে রেশন উত্তোলন করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা মহানগর পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) রেশনিগণ দেশের বাহিরে অবস্থান করিবার ক্ষেত্রে তাহার পরিবারের সদস্য ট্রাস্টের অনুমতি সাপেক্ষ রেশন উত্তোলনের আবেদন করিতে পারিবেন।

১২। **রেশন সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা।**—(১) রেশন সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করা হইলে উপজেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, মহানগর কমিটি উক্ত আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে।

(২) রেশন প্রদানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হইলে উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৩। **রেশন সুবিধা প্রাপ্তি সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তি।**—(১) রেশন প্রাপ্তির কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আপিল করা যাইবে।

(২) আপিল দাখিলের তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০(ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং আপিল দায়েরকারী ব্যক্তিকে আপিলের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) আপিলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট রিভিউ আবেদন দায়ের করিতে পারিবেন এবং দায়েরকৃত রিভিউ এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাভোগী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ বীর শ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি বীর প্রতীক পরিবারের সদস্যদের রেশন নীতিমালা, ২০১৩, অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত নীতিমালার অধীন—

(ক) কৃত কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই আদেশের অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এই আদেশের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে;

(গ) জারীকৃত পরিপত্র, আদেশ ও নির্দেশ এই আদেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, এইরূপে চলমান থাকিবে যেন উহা এই আদেশের অধীন প্রণীত বা জারি হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খাজা মিয়া
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd